

নৈতিক আচরণবিধি



building technology & ideas ltd.
Celebration Point, Plot # 3 & 5, Road # 113/A, Gulshan

কোম্পানীর নীতিমালা

ভূমিকা

আমাদের কোম্পানী বড় হচ্ছে, সেই সাথে অনেক কিছুই পরিবর্তন হচ্ছে, যা আমাদের কর্মকান্ড পরিচালনা আরও জটিল করে তুলছে। তবে পরিবর্তন সত্ত্বেও নৈতিক আচরণের ভিত্তি একই রকম রয়েছে; আমাদের প্রত্যেকের কাছেই প্রত্যাশা হলো সকল ব্যবসায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একাগ্রতা বজায় রাখা। এটা পারস্পারিকভাবে প্রযোজ্য, আমাদের কোম্পানী, ক্রেতাসাধারণ, সরবরাহকারী, ব্যবসায়িক অংশীদার এবং সহযোগী সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

আমাদের লক্ষ্য হলো, আসছে বছরগুলোতে দীর্ঘমেয়াদের অব্যাহত ও লাভজনক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করে দ্রুত বিটিআই-কে একটি সম্মানিত, বিশ্বাসভাজন ও শীর্ষস্থানীয় অবস্থানে নিয়ে আসা; সেই সাথে এমন কোম্পানি হিসেবে গড়ে তোলা যারা মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং মূল্যবোধ ও নৈতিকতার ভিত্তিতে পণ্য উৎপাদন করে থাকে। বিটিআই এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপনে সদা তৎপর থাকবে।

আমি এই পলিসি গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের কর্পোরেট ইমেজ সুরক্ষা ও বৃদ্ধির ব্যাপারে আপনাদের মাঝে আস্থা স্থাপন করতে চাই, যা আমাদের নিজ নিজ পেশাগত অবস্থান প্রকাশ করবে এবং আমাদের সকলেরই গৌরবের বিষয় হবে। নৈতিক আচরণবিধি নৈমিত্তিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা কেবলই কাগজে কলমে থাকার বিষয় নহে। অনুগ্রহ করে এই ডকুমেন্টটি ভালো করে পড়ুন এবং এর মর্ম উপলব্ধি ও চর্চার অঙ্গীকার করুন।

আরশি হায়দার

উপদেষ্টা

নৈতিক আচরণবিধির নীতি বিবরণী

এই দলিলের উদ্দেশ্য হলো, ব্যবসায়িক নৈতিকতা সম্পর্কে এবং সৃষ্ট স্বার্থের দ্বন্দ্ব কিভাবে পরিচালনা করা হবে সে বিষয়ে কোম্পানীর নীতি ব্যাখ্যা করা।

ব্যবসায়িক নৈতিকতা এবং স্বার্থগত দ্বন্দ্বের সকল পরিস্থিতি নিয়ে যেহেতু নীতিমালা তৈরি করা সম্ভব নয়, তাই নিম্নোক্ত নীতিবিবরণীকে একটি কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করতে হবে যা সকল কর্মী মেনে চলবে।

কর্মীদের কাছে প্রত্যাশা হবে তারা কোম্পানীর কাজে সদ্য নিয়োজিত থাকার সাথে সজ্জতিপূর্ণ কাজ করবে এবং সে সব পরিস্থিতি পরিহার করবে, যা কোম্পানীর স্বার্থে তাদের নিয়োজিত থাকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

এই দলিলের লক্ষ্য হলো, মৌলিক সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রদান করা যা স্বার্থগত দ্বন্দ্ব পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে। বিশেষ ঘটনার ক্ষেত্রে স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে কি নেই সে প্রশ্ন পরিষ্কার নাও হতে পারে এবং তার জন্য অন্য বিবেচনাও ভাবা যেতে পারে। এসব ক্ষেত্রে মানব সম্পদ বিভাগের সাথে আলোচনা করা হয়ত প্রয়োজন হবে যাতে এটি নিশ্চিত হয় যে আমাদের সকল কার্যক্রম ব্যবসায়িক নৈতিকতার মর্ম উপলব্ধি করে পরিচালিত হয়।

সাধারণ আচরণবিধি

১) কর্মীদের দায়িত্ব

কর্মীদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা হলো তারা আক্ষরিক এবং মর্ম উপলব্ধিগত দুইভাবেই কোম্পানীর মানদণ্ড নীতিমালা ও পদ্ধতি, নির্দেশনা এবং আমাদের ব্যবসা পরিচালনাকারী নীতিমালা মেনে চলবে, যা সময়ের সাথে পর্যালোচনা ও সংশোধন করা হবে। কোন কর্মীর আইনভঙ্গা বা অসাধু লেনদেনের ফলাফল কোম্পানী সহ্য করবে না। কারণ, এটি শুধুমাত্র একটি ফলাফল অর্জন করা নয়, বরং কিভাবে সেই ফল অর্জিত হল সেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

কোম্পানীর ব্যবসায়িক যে কোন আচরণের সময় কর্মী অবশ্যই ব্যবস্থাপনাকে যথাযথভাবে অবহিত করবে এবং সকল বস্তুগত লেনদেনের প্রমাণ তাকে সঠিক ভাবে রাখতে হবে, সেটা হতে হবে সততা ও কোম্পানীর স্বার্থ সংশ্লিষ্টতার মধ্যে দিয়ে। যে ধরনের পরিস্থিতিতে কোম্পানীর মান বা অন্য কোন নীতিমালা ক্ষুণ্ণ হতে পারে সেসব ক্ষেত্রে তাদেরকে সতর্ক হতে হবে।

২) ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব

তত্ত্বাবধায়ক বা ঊর্ধ্বতনদের বিশেষ দায়িত্ব হলো কোম্পানীর মানদণ্ড পালনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা। তাদেরকে অবশ্যই—

- অধীনস্থ প্রতিটি কর্মী যাতে এই মানদণ্ড সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও তার পদ্ধতি এবং তা কি ভাবে প্রয়োগ করতে হয় সে সম্পর্কে জানে ও বোঝে তা নিশ্চিত করতে হবে;
- কর্তা ও কাজের মাধ্যমে কোম্পানীর মানদণ্ড ও সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও তার পদ সম্পর্কে তাদের অঙ্গীকার উপস্থান করবে;
- শাস্তি বা অবনতির ভীতিমুক্তভাবে পরামর্শ ও সহায়তা চাওয়ার ব্যাপারে অধীনস্থ কর্মীদের উৎসাহিত করতে হবে;
- অধীনস্থ সকল কর্মীর কাছে তাকে সহায়ক ও সহজলভ্য হবে;
- সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা উৎসাহিত করতে হবে;
- পদ্ধতি, নীতিমালা, নির্দেশনার কোন পরিবর্তন হলে তা সময়ে সময়ে অধীনস্থদের অবহিত করতে হবে।

৩) মানব সম্পদ ও কর্মক্ষেত্র

কোম্পানী এমন একট কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ যা সকল কর্মীকে সমান সম্মান ও মর্যাদার সাথে বিবেচনা করবে। এ কোম্পানী এমন এক ব্যবসায়িক পরিবেশ দাবি করে যা কর্মীদের জন্য সমান সম্মান ও মর্যাদার সাথে বিবেচনা করবে। এ কোম্পানী এমন এক ব্যবসায়িক পরিবেশ দাবি করে যা কর্মীদের জন্য সমান সুযোগ উৎসাহিত করবে এবং যে কোন ধরনের শারীরিক ও যৌন হয়রানি বা নিপীড়ন বন্ধ করতে পারবে। কর্মক্ষেত্রে সকল আন্তরিক সম্পর্ক হবে পেশাদারী মনোভাবাপন্ন এবং সকল ধরনের বেআইনী পক্ষপাত বা সংস্কারমুক্ত।

৪) অসদাচরণ

শৃংখলাভঙ্গ, অবাধ্যতা, অসততা, অদক্ষতা, সামগ্রিক অবহেলা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় এনে অভিযুক্ত যে কোন কর্মীর বিরুদ্ধে শৃংখলাজনিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৫) অফিস সংগঠন ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতি

আমাদের সামনে অব্যাহত সুযোগ থাকলেও, ব্যতিক্রমী চ্যালেঞ্জ হিসেবেই এখানে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও কুৎসা রটানোর কোন স্থান বা সময় নেই। আমাদের সংস্থার মূল্যবোধের কাছে অফিস সংগঠন ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতি একটা অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিস্বত্তার মতোই কোণঠাসা। আমাদের অন্য যে কোন কিছুই চেয়ে অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলো এড়িয়ে চলতে হবে এবং ক্রমপরিবর্তনশীল বাজারের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। আমাদেরও শক্তি, উৎসাহ ও প্রতিজ্ঞা নিবদ্ধ হওয়া উচিত কিভাবে আমরা প্রতিযোগিতার শিখরে থাকব ও বাজারের শীর্ষে থাকব তার উপর।

৬) অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ও প্রতারণা

এ কোম্পানী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ধরনের বেআইনী ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংগঠিত হতে দেবে না এবং জ্ঞাতসারে কিংবা আড়ালে সমর্থনও করবে না। প্রতারণামূলক কাজের সাথে জড়িত কোন কর্মীকে কোম্পানী প্রশ্রয় দেবে না। নিচের কাজগুলো প্রতারণার উদাহরণ:

- তহবিল বা অন্য কোন সম্পদের অপব্যবহার;
- আর্থিক লেনদেন পরিচালনা বা রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে যে কোন প্রকার অনিয়ম;
- চেক, ড্রাফট এবং বিলের ক্ষেত্রে কোন রকম নকল বা বিকৃতকরণ;
- নথি বা রেকর্ডের কোন রকম ভুলব্যাখ্যা, মিথ্যা বা বিকৃতকরণ;
- নথি বা রেকর্ড হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কোনরকম কারচুপি বা গোপন করা; ইত্যাদি।

যে কোন অনিয়ম বা অনিয়মের সন্দেহ দেখা দিলেই প্রতিটি কর্মীর দায়িত্ব হল তার ঠিক ঊর্ধ্বতন কর্মী বা মানবসম্পদ বিভাগকে অবহিত করা। কোন কর্মীর প্রতারণার ক্ষেত্রে কোম্পানী কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যা হয়তো উক্ত কর্মীকে কেবল বরখাস্ত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, প্রয়োজনে পুলিশ অথবা ক্রিমিনাল কেসও করা হবে।

স্বার্থের দ্বন্দ্ব

বিটিআই স্বার্থের প্রতি আনুগত্য এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের মধ্যে ফারাক ঘটলেই স্বার্থের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। কোম্পানীর সর্বোত্তম স্বার্থের প্রতি বিবেচনাবোধ ও সামর্থের মধ্যে কারো ব্যক্তিগত স্বার্থ হস্তক্ষেপ করলে বা হস্তক্ষেপ করার উপক্রম করলেই এটি ঘটে থাকে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মনে হতে পারে কোম্পানী ঠিকভাবে কাজ করছে না। কোম্পানী আশা করে, কোম্পানীর হয়ে যে কোন ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা বা কর্মী ত্রুটিপূর্ণ কাজের আভাসটুকুও (যা সঠিক, নৈতিক বা উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত নয়) পরিহার করে চলবে।

১। অন্যান্য সংস্থার সাথে সম্পর্ক

অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করার সময় কর্মীরা কোম্পানীর স্বচ্ছতা ও সততার সুনাম সুরক্ষা করতে বাধ্য থাকবে। কোন কর্মী তার পদাধিকার বা তা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান এমনভাবে ব্যবহার করবে না যা দ্বারা তার স্বার্থ ও কোম্পানীর স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রদর্শিত হয়। সেজন্য কোম্পানী ও তৃতীয় পক্ষের মধ্যে আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে দাপ্তরিক আচরণে প্রভাব ফেলতে বা ভূমিকা রাখতে পারে এমন আর্থিক সংশ্লিষ্টতা (ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ) থেকে প্রতিটি কর্মীর বিরত থাকা উচিত।

কোম্পানীতে কর্মরত অবস্থায় কোন কর্মী-

- কোম্পানীর কর্ম ঘন্টার মধ্যে বা তার বাইরেও কোন আর্থিকভাবে লাভজনক চাকরি বা ব্যবসায় জড়িত হতে পারবে না, এমনকি তা যদি কোম্পানীর ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নাও হয়;
- কোন কর্মী অন্য কোন কোম্পানী, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনে কর্মী, নির্বাহী পরিচালক, সক্রিয় অংশদার, উপদেষ্টা, এজেন্ট, ব্যবস্থাপক বা পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ পেতে পারবে না;
- এই কোম্পানীর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ব্যবসায়িক লেনদেন আছে এমন কোন কোম্পানীর (বিটিআই ছাড়া) নির্বাহী পরিচালক হওয়া, অথবা নীরব অংশীদারী বা শেয়ারহোল্ডার হতে পারবে না। আমাদের সাথে ব্যবসা করতে চায় এমন কোম্পানীর ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য।

উপরোক্ত বিধান বিশেষ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ব্যবস্থাপনা পরিচালকের (এমডি) লিখিত অনুমোদন সাপেক্ষে শিথিল হতে পারে। এই বিধান কোন পাবলিক কোম্পানীতে কর্মীদের শেয়ারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কোম্পানীর সাথে যেগুলোর ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে। তবে, যদি এ ধরনের সম্পৃক্ততার কারণে কোন কর্মীর দায়িত্বের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, সংশ্লিষ্ট কর্মীর তাৎক্ষণিকভাবে সেটা মানব সম্পদ বিভাগের নজরে আনা উচিত।

২। পারিবারিক স্বার্থ

যেসব কর্মীর পারিবারিক সদস্য আমাদের কোম্পানীর সরবরাহকারী, ঠিকাদার, পরিবেশক হিসেবে তালিকাভুক্ত কোম্পানীগুলোর সাথে সম্পৃক্ত (পরিচালনা, অংশীদারী, শেয়ারহোল্ডার আকারে হোক কিংবা এজেন্সীর মাধ্যমে) অথবা আমাদের কোম্পানীর কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত, তাদের সাথে কোন ধরনের লেনদেন বা সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে ঐ কর্মীকে কর্তৃপক্ষ বরাবর লিখিতভাবে তা জানাতে হবে। কর্তৃপক্ষ তখন স্বার্থের দ্বন্দ্ব এড়ানোর সর্বোত্তম পন্থা বের করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মীর সাথে কথা বলবেন।

• উপহার গ্রহণ

কোম্পানীর ব্যবসায়িক স্বার্থ সবচেয়ে বেশি অগ্রসর হবে, যখন এ সম্পর্কগুলো উপহার আদান প্রদানের মতো প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে। কেবলমাত্র এভাবেই, যেসব প্রতিষ্ঠান এই কোম্পানীর সাথে ব্যবসা করছে বা করার সুযোগ খুঁজছে তাদের সাথে কোম্পানীর একটা দীর্ঘমেয়াদী, গঠনমূলক সম্পর্ক বজায় থাকতে পারে। এ কারনেই কোম্পানী উপহার আদান প্রদানের চর্চাকে নিষিদ্ধ করে থাকে। এ ব্যাপারে কোম্পানী সময়ে সময়ে তার সরবরাহকারী, ঠিকাদার এবং পরিবেশকদের সাথে যোগাযোগ করবে তাদের কাজের ব্যাপারে কোম্পানীর কর্মীদের উপহার প্রদান নিরুৎসাহিত করে।

কর্মীরা কোম্পানীর দায়িত্ব পালনকালে কোন উপহার, বকশিশ, নগদ টাকা, ডিসকাউন্ট, কমিশন, বিনোদন বা অন্য কোন সুবিধা চাইতে, গ্রহণ বা প্রদান করতে পারবে না, কারণ এটি কোন কাজের ব্যাপারে তার মতামত বা বিবেচনা বোধকে অন্যায়ভাবে প্রভাবিত করতে পারে। সুবিধা বা আনুকূল্য কিংবা মুনাফার অংশ বা ধার ইত্যাদির এর অন্তর্ভুক্ত হবে, যা তৃতীয় কোন পক্ষের সাথে লেনদেনে তাদের বাধ্য করতে বা কোম্পানীর লেনদেনে আগ্রহী করে তুলতে পারে। এর পাশাপাশি, কোম্পানীর ঠিকাদার, সরবরাহকারী, ব্যাংকার, পরিবেশক অথবা গ্রাহকদের পক্ষ থেকে কর্মীদের দেয়া উপহার বা কোন কাজের বিনিময়ে ভবিষ্যতে কোন সুবিধার আশ্বাস ঐ কর্মীকে এমন এক অবস্থানে দাঁড় করাতে পারে যার ফলে তার স্বাধীন ব্যবসায়িক বিচারবোধ পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে।

উপরোক্ত নির্দেশাবলী কর্মীদের স্ত্রী বা সন্তানদের জন্যেও প্রযোজ্য।

কোন কোম্পানীর সাথে লেনদেনের কথা মাথায় রেখে কোন উৎসবে বা নববর্ষ উদযাপনের সময় ছোটখাট উপহার দেবার খুব স্বাভাবিক একটা রীতি, যা কোম্পানীগুলো প্রতিরোধ করে না। এসব উপহারের মধ্যে রয়েছে, ছোটখাট কোন ব্যবহার্য সামগ্রী, ক্যালেন্ডার, ডায়েরী, পকেট ক্যালকুলেটর, লাইটার, পেনসিল ইত্যাদি।

এ ধরনের কোন উপহারের মূল্য যদি এক হাজার টাকার বেশি হয় তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে তা বিভাগীয় প্রধানের কাছে জানাতে হবে এবং বিভাগীয় প্রধানের ক্ষেত্রে যদি এটি ঘটে তাহলে তা ব্যবস্থাপনা পরিচালককে জানাতে হবে। উপহার গ্রহণের বিষয় নিয়ে রিপোর্ট করার দায়িত্ববোধ সম্পূর্ণভাবে কর্মীর উপর ভিত্তি করে। এ কারণে কোম্পানী মাঝে মাঝে কর্মীদেরকে তাদের দায়িত্বের কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবে, এবং ঠিকাদার, সরবরাহকারী ও পরিবেশকদেরও পরামর্শ দেবে যে কর্মীদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পরের ইচ্ছায় সম্মত হবার কোন সুযোগ নেই। যদি কোন কর্মী বুঝতে না পারে যে দ্রব্যটির মূল্য এক হাজার টাকা অতিক্রম করেছে কিনা, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে তাকে দ্রব্যটির নাম রিপোর্ট করার পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

• বিনোদন

দাওয়াত, বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড এবং এ ধরনের কোন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়াও বিনোদনের মধ্যে পড়ে। বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবেই আমাদের ঠিকাদার, সরবরাহকারী, পরিবেশকরা কোম্পানীর কর্মীদের বা কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের পরিবারের বিনোদনের ব্যবস্থা করে থাকে। কোম্পানী স্বীকার করে যে, এ ধরনের অংশগ্রহণ একটি সাধারণ চর্চা, তবে কর্মী বা তাদের পরিবার সন্তানদের এ ধরনের অংশগ্রহণে একটি যৌক্তিক সীমা বজায় রাখা উচিত যাতে তা একটি নিছক সামাজিক অংশগ্রহণকে ছাড়িয়ে না যায়। মোট কথা, এ ধরনের বিনোদন হওয়া উচিত স্বল্পসংখ্যক এবং ব্যক্তির ব্যবসায়িক কর্তব্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কর্মীর এমন সামর্থ্য থাকা উচিত, যাতে প্রয়োজনে সে তা পরিশোধও করতে পারে।

এ ক্ষেত্রে কর্মীর ব্যবসায়িক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন বিলাসবহুল বিনোদন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

• তথ্য নীতি

কর্মীদেরকে কর্মরত অবস্থায় বা তারপরেও কোম্পানী ও কর্মী পরিচালনা সম্পর্কিত সকল তথ্য সর্বোচ্চ গোপনীয় রাখতে হবে। কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন অবস্থাতেই কর্মীরা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে কোম্পানীর সংরক্ষণযোগ্য ও স্বত্ব বিষয়ক কোন তথ্য বা উপাত্ত হস্তান্তর বা উন্মুক্ত করতে পারবে না। কোন কোন কর্মী, তাদের পদাধিকারবলে, কোম্পানীর গোপনীয় ও স্বত্ব সংক্রান্ত নানা তথ্য সংরক্ষণ করার দায়িত্ব পেয়ে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ হল, এ ধরনের তথ্য ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জন বা অনুচিতভাবে ব্যবহারের কোন সুযোগই দেয়া উচিত নয়।

মূল বিষয় হল, কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন কর্মীর এ জাতীয় কোন গোপনীয় তথ্য অননুমোদিত ব্যক্তির কাছে উন্মুক্ত করা অথবা নিজের বা অন্যের সুবিধার্থে অনুচিতভাবে ব্যবহার করা উচিত নয়।

* ইনফরমেশন পলিসি ও স্বত্বাধিকার নির্দেশিকা

১) কম্পিউটার, ই-মেইল ও ইন্টারনেট

কোম্পানী থেকে সরবরাহ করা আইটি সিস্টেম এবং ই-মেইল, ইন্টারনেট/ ইন্ট্রানেট সঠিকভাবে ও কোম্পানীর নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্যবহারের দায়-দায়িত্ব কর্মীদের। এ নীতি বিষয়ে কিছু জানার থাকলে কর্মীর সরাসরি তার সুপারভাইজার অথবা আইটি ডিপার্টমেন্টকে জিজ্ঞেস করা উচিত। অন্যান্য বিষয়সহ নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে কর্মীদের সতর্ক থাকতে হবে ;

- কাজের জন্য কোম্পানী থেকে সরবরাহ করা কম্পিউটার কোম্পানীর সম্পত্তি এবং কোম্পানীর কাজ করার জন্যই এগুলো দেয়া হয়েছে। এই ইনফরমেশন সিস্টেমে সংরক্ষিত এবং এ মাধ্যমে প্রেরিত সকল যোগাযোগ এবং তথ্য (ওয়ার্ড প্রসেসিং, ই-মেইল, ইন্টারনেট অথবা অন্যান্য যে কোন প্রোগ্রামের মাধ্যমেই হোক) কোম্পানীর দলিল এবং তাই এগুলো কোম্পানীর সম্পত্তি।
- কম্পিউটার ব্যবহারকারীরা কেবলমাত্র তাদের ক্ষেত্রে অনুমোদনপ্রাপ্ত কাজেই ইনফরমেশন সিস্টেম সুবিধাসমূহ ব্যবহার করতে পারবে। কম্পিউটার সুবিধা, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স মেশিন, প্রিন্টার ও কপিয়ার কেবলমাত্র ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহারের জন্য। অন্য কোন ব্যক্তিগত কাজ বা বিনোদনের জন্য এসব সুবিধা ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ ও এ বিধানের অন্যথা হলে তা দণ্ডযোগ্য।
- কর্মীরা অবশ্যই ইনফরমেশন সিস্টেমের অন্য ব্যবহারকারীদের প্রতি সৌজন্যশীল হবে এবং সব সময় পেশাদার মনোভাব নিয়ে আচরণ করবে। কোম্পানীর ইনফরমেশন সিস্টেমে বেআইনী, যৌন উত্তেজক, নিপীড়নমূলক, দুর্নামযোগ্য ও আক্রমণাত্মক কোন মেসেজ বা ফাইল পাঠানো, গ্রহণ করা, দেখা, ডাউনলোড করা বা প্রিন্ট করা কোম্পানীর নীতি অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

২) কপিরাইট ও ট্রেড মার্ক

কোম্পানী সকল ধরনের বস্তু, দলিল, সফটওয়্যার এবং অন্যান্য বুদ্ধিজাত সম্পত্তির কপিরাইটকে সম্মান প্রদর্শন করে। অতএব, সকল বস্তুগত, দলিল এবং কম্পিউটার সফটওয়্যারের মতো অন্যান্য বুদ্ধিজাত সম্পত্তির যে কোন অনুমোদিত কপি বা সকলকে অপরাধ হিসেবে গ্রহণ করা হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কপিরাইট করা কোন বস্তু, দলিল, বাণিজ্যিক গোপনীয়তা, উদ্ভাবনী অর্থকরী তথ্য এ ধরনের অন্যান্য বস্তু কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমতি ছাড়া কোম্পানীর কম্পিউটার সিস্টেম ব্যবহার করে প্রেরণ (আপলোড) বা গ্রহণ (ডাউনলোড) করা যাবে না।

• পরিবেশের সুরক্ষা

বিটিআই পরিবেশ বিষয়টিতে গুরুত্ব প্রদর্শন করে এবং বাংলাদেশব্যাপী প্রাকৃতিক সম্পদের সুরক্ষা ও শক্তির সাশ্রয় করা বিবেচনায় রেখে পরিবেশ বান্ধব বাণিজ্য চর্চা চালিয়ে যাবার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অতএব আমাদের দায়িত্ব হল, পরিবেশ সুরক্ষার জন্য যেসব আইন কানুন আছে সব সময় সে অনুযায়ী আমাদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।

* রাজনীতি

১) কোম্পানী

কোম্পানীর নীতি হল, কোন ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ থেকে দূরে থাক। অতএব, কোম্পানী রাজনৈতিক, দল, তাদের কর্মকাণ্ড ও প্রার্থীকে চাঁদা দেয়া বা তাদের সাথে অংশগ্রহণ করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকবে। অবশ্য, কর্পোরেট নাগরিক হিসেবে কোম্পানী সব সময় সংশ্লিষ্ট সরকারের নির্দেশনা পালন করবে এবং দেশের আইন কানুন মেনে চলবে।

৩) কর্মী

কোম্পানীতে চাকরিরত অবস্থায় কর্মীদের কোন দলীয় রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণকে কোম্পানী সব সময় নিরুৎসাহিত করে। কোম্পানীর প্রতিনিধিত্বকারী পেশাজীবী সংগঠনের বাইরে কোন কর্মী নির্বাচনে অংশ নিতে চাইলে তার কোম্পানী থেকে পদত্যাগ করা উচিত। কোন কর্মী রাজনৈতিক দল, কর্মকাণ্ড বা প্রার্থীর জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোম্পানীর তহবিল বা সম্পদ বা কাজের সুবিধা ব্যবহার করতে পারবে না।

* বিধিভঙ্গ

স্বার্থগত দ্বন্দ্বের কারণে উপরিউল্লিখিত কোন নীতিমালা লঙ্ঘন করা হলে কোম্পানী তদন্তের আয়োজন করার অধিকার রাখে এবং সন্দেহ সত্যি বলে প্রমাণিত হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ আইনী প্রক্রিয়া শুরু করা হবে এবং এমন ক্ষেত্রে তাকে বরখাস্তও করা হতে পারে।

* সমস্যা বা অনুযোগ পেশ

কোম্পানীর সুযোগ সুবিধা বা পণ্য, মানবস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং বস্তুগতভাবে পরিবেশের উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করার মতো কোন ঘটনা, পরিস্থিতি বা অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনায় বিশেষ করে যেক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ক্ষতিপূরণের পদক্ষেপ প্রয়োজন, এমন ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক ও তত্ত্বাবধায়কদের মানব সম্পদ বিভাগ বরাবর লিখিতভাবে জানানো উচিত।